অমর চিত্র কথা

নং 348 টা. 4/-

স্বাধীনতার পথে-১

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম

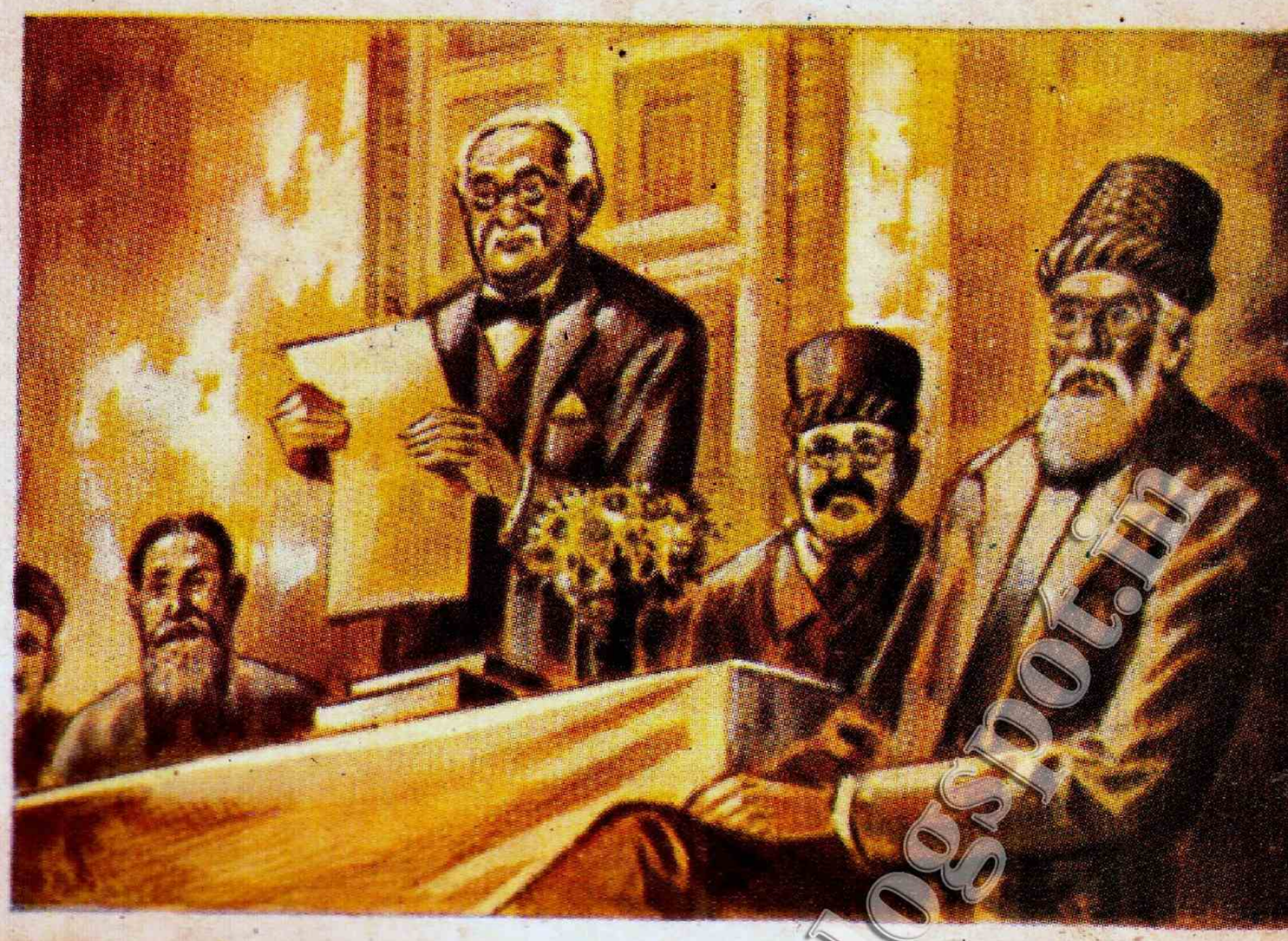

indraindrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা
সংখ্যা ৩৪৮/১লা জানুয়ারী '৮৬

সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহযোগী সম্পাদক
সুব্বারাও
কমলা চন্দ্রকান্ত
যজ্ঞ শর্মা
কথা ও কাহিনী
সুব্বা রাও
চিত্র শিল্পী
রাম ওয়াইরকর
তত্ত্বাবধায়ক
গোবিন্দ কটোয়ানী
প্রকাশক
এইচ. জি. মিরচান্দানী
আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স প্রা. লি.-পক্ষে, মহালক্ষ্মী চেম্বার্স ২২ ভোলাভাই দেশাই রোড, বোম্বে-২৬ এবং তৎ-কর্তৃক আই. বি. এইচ প্রিন্টার্স, মারোল নাকা, মথুরাদাস ভীসানজী রোড, বোম্বে-৫৯ থেকে মুদ্রিত।
© আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স প্রা. লি., বোম্বে-২৬ কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।
একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারন
২/১ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

চিত্রকথা কেনার সময়
নিচের প্রতীকটি দেখে
নিশ্চিত হয়ে নেবেন

স্বাধীনতার পথে

ভারতে রাজা নবাবদের তুলনায় দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজরা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। রাজা-নবাবদের আমলে সাধারন মানুষকে অবশ্যই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু শাসক ইংরেজ ভারতবাসীকে শোষন করে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। অত্যাচারে জর্জরিত দেশের মানুষ একদিন প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুললো- শুরু হলো পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার পবিত্র সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ সাধনার সেই ইতিহাসই নবীন ভারতের মহাকাব্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ১। ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া—রমেশ দত্ত, ১৯০১; ২। হিস্টরিকাল অ্যাটলাস অব সাউথ এশিয়া, জোসেফ ই. স্বোয়ার্টসবার্গ সম্পাদিত (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস), ১৯৭৮; ৩। হিস্টরি অ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিপল—৮ম, ৯ম ও ১০ম খন্ড, সাধারন সম্পাদক: আর. সি. মজুমদার (ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৬৩. ১৯৬৫, ১৯৭৭; ৪। হিস্টরি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস—পট্টাভি সীতারামাইয়া, ১ম খন্ড, ১৯৪৬; ৫। হিস্টরি অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া—তারা চাঁদ, ১৯৬৭, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, (প্রকাশন বিভাগ); ৬। ইন্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়ান এজ, রমেশ দত্ত, ১৯০৪; ৭। পোভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া—দাদাভাই নওরজী, ১৯০১; ৮। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট: শোভা রাও।

ভাষান্তর / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ACK/718/BN

Indrajal...blogspot.in

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম
১৬৯০ সাল। স্থান : মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবার হল। বন্দী : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্যার জন চাইল্ড।
বন্দীর অপরাধ : সম্রাট কর্তৃক ইংরেজ বনিকদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, বন্দর দখলের চেষ্টা, ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম করার চক্রান্ত।
আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন সম্রাট ...
ঔরঙ্গজেব স্যার জন চাইল্ডকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করলেন। কিন্তু ইংরেজ বনিকদের বানিজ্য করার অনুমতি বহাল রাখলেন।
এটা সেই সময়ের কথা যখন শিল্পসামগ্রী উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। ভারতের মিহি সুতি বস্ত্র ও রেশমের তখন বিশ্বব্যাপী চাহিদা। রপ্তানি বানিজ্যের দৌলতে ভারতের ঘরে সে সময় সোনা রূপার বিরাট ভান্ডার গড়ে উঠেছে। প্রায় এক লক্ষ দেশীয় বানিজ্যতরী তখন দেশের মধ্যে এবং দূর বিদেশেও পন্য বহন করে নিয়ে যেত। এবং এর অধিকাংশই ইউরোপীয় বানিজ্যতরীর তুলনায় যথেষ্ট উন্নত মানের ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং ক্রমাগত বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ভারত তখন বিধ্বস্ত, ছিন্ন ভিন্ন। দেশীয় নৃপতিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজদের সাহায্য নিতে লাগলেন। ইংরেজও এই সুযোগে খুব সতর্কতার সঙ্গে সুচতুর ভাবে একটু একটু করে নিজেদের শাসন কায়েম করতে লাগলো এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই ভারতের প্রধান শক্তি হয়ে উঠলো।

বাবরের আগেও আমরা অনেককে ভারতে রাজত্ব করতে দেখেছি। মুঘলরাও এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। শেষ পর্যন্ত সকলেই কিন্তু ভারতকে মাতৃভূমির মতন করে নিয়েছিল। তাদের আমলে ভারতের বিপুল ধনসম্পদ ভারতের মধ্যেই রক্ষিত ছিল।

কিন্তু ইংরেজরা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। অস্বাভাবিক করের বোঝা চাপিয়ে আর বেআইনি বানিজ্য করে তারা আমাদের দেশবাসীদের একে বারে নিঃস্ব করে দিয়েছিল।

এবং ভারতের সব সম্পদ তারা চিরতরের জন্য পাচার করে দিত।

প্রথমে অত্যাচার সহ্য করতে হলো বৈদেশিক বানিজ্যে নিরত বনিকদের। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওদের ব্যবসা জোর করে বন্ধ করে দিল। এর পর কোম্পানির লোকেরা বাংলার চাষী, তাঁতি ও ব্যাপারীদের উপর নানাভাবে পীড়ন ও অত্যাচার শুরু করলো।
সাহেব!
কী চমৎকার ফসল! আমি এর সবটাই কিনতে চাই।
সাহেব...
সাহেব... আ... আমি তো এক জন ক্রেতাকে আগেই কথা দিয়েছি।
ও সব বাজে কথা ছাড়ো!
এখন থেকে যাবতীয় ফসল শুধু আমাদের কাছেই বেচবে।
ওরা তো বাজার দরের সিকি আনাও দাম দেবে না।
সব বুঝলাম। কিন্তু ওদের কাছে বিক্রি না করলে তো আবার মার খেতে হবে।

কোম্পানির লোকেরা, যারা এখানে স্বাধীন ব্যবসা করতো, তারাও কোনও রকম অন্তঃশুল্ক দিত না।

কর আবার কিসের? দেখছো না কোন্ পতাকা উড়ছে?

ও – আচ্ছা। ... মাপ করবেন।

খুব অন্যায়। আমরা স্বদেশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করছি। আর ফিরিঙ্গিরা পার পেয়ে যাচ্ছে।

নবাব মীর কাসিম বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করলেন।

ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে যখন কর আদায় করতে পারছি না তখন স্বদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে কর নেওয়ার নৈতিক অধিকার আমার নেই। এখন একটাই পথ...

...এখন কোনও অন্তঃশুল্ক নেওয়া হবে না। আমার প্রজারা ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে সম মর্যাদায় ব্যবসা করবে।

মীর কাসিমের এই সিদ্ধান্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিবাদের ঝড় তুললো। তবু তিনি সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

আমার এই আদেশই বহাল থাকবে।

দরকার হলে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করবো!

ভারতীয় শাসকদের মধ্যে মীর কাসিমই সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলে নতুন এক নবাবকে ইংরেজ গদীতে বসালো।

বিদেশের বাজারে ইতিমধ্যে দেশী কাপড়ের দারুণ চাহিদার জন্য কোম্পানির লোকেরা বাংলার তাঁতিদের সস্তায় ভাবে তাদের জন্য উৎপাদন করতে বাধ্য করলো।

... আমাদের শর্ত অনুযায়ী তোমাদের কাজ করতে হবে!

ইংরেজরা তাদের প্রচলিত মজুরির চাইতেও অনেক কম দিতো।

আর কেউ ন্যায্য মজুরির কথা ভুলেও প্রকাশ করলে—

ঠিক আছে। এই নাও আমাদের হিসাবের পাওনা আর...

...এটা হলো ন্যায্য পাওনা...

সাহেব!

কোনও তাঁতিকে যদি নিজের বা দেশী ব্যবসায়ীদের জন্য কাপড় বুনতে দেখতো—

শয়তান!

না!

নাও, এবার এই গুলি তোমার লোকেদের দিতে পারো!

Indrajal Comics

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চাবুক মেরে ঠান্ডা করা হলো যাতে তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় কিনতে সাহস না পায়।
তাঁতিদের উপরও কড়া নজর রাখা হলো।
ইংরেজদের নির্যাতনে হাজার হাজার তাঁতি বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।
ইতিমধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারে যন্ত্র-চালিত তাঁতে সুতিবস্ত্র তৈরি হতে লাগলো। এবং সেই সঙ্গে বিলেতের বাজারে আমাদের কাপড়ের উপর আশি শতাংশ আমদানি কর চাপিয়ে আমাদের তাঁতশিল্পের সর্বনাশ ডেকে আনলো।
ভারতের বাজারের উপরও তাদের নজর পড়লো। ভারত-বন্ধু টমাস মনরো ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন–
দেখুন, নিজেদের উৎকৃষ্ট বস্ত্র থাকতে ভারতীয়রা কেন বিলিতি কাপড় কিনতে যাবে? আমার গায়ের ভারতীয় শালটা আমি সাত বছর ধরে সম্মানে ব্যবহার করছি। এখনও কি চমৎকার ...
... এবং বলতে গেলে এর থেকে উন্নত মানের বিলিতি শাল এখন পর্যন্তও আমার চোখে পড়েনি।

সেজন্য ইংরেজরা তাদের দেশের মিলজাত দ্রব্য এখানে বিক্রি করতে লাগলো।

ওদের এজন্য কোনও শুল্ক দিতে হতো না। ফলে এখানে বাজার পেতে ওদের মোটেও অসুবিধা হলো না।

পরিবর্তে, এখানকার উৎপন্নজাত বস্ত্রের উপর বিরাট করের বোঝা চাপানো হলো।

বিদেশী কাপড় কেনাই ভালো। দামে খুবই সস্তা!

ফলে দিনে দিনে আমাদের দেশের কাপড়ের চাহিদা কমতে লাগলো।

ফিরিঙ্গিরা আর আমাদের কাপড়ের জন্য আসছেনা।

দেশের মানুষজনও দেখছি আমাদের কাপড় তেমন কিনছে না!

ফলে ব্রিটেনের মিল মালিকরা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। পাশাপাশি আমাদের তাঁতিদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো।

দাদা! তোমার তাঁত! কিছু একটা করো।

জ্বলুক। আমিই আগুন দিয়েছি। ওগুলি আর কোনও কাজে লাগবে না।

তাঁত ছেড়ে অনেকেই খেত খামারে দিন মজুরের কাজ করতে লাগলো।

চাষীদের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। আরও শোচনীয় পরিস্থিতি দেখা দিল, ইংরেজরা যখন অপদার্থ মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার খাজনা আদায়ের অধিকার পেল ...

তোমার গ্রামের খাজনা এখনও বাকি।

চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সাধ্য মতো চেষ্টা করছি, সাহেব!

আসলে এবারে ফসল খুবই খারাপ হয়েছে। চাষীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ...

বাজে বকো না!

ওদের খাজনা দিতে বাধ্য করো, না হলে জমি কেড়ে নাও।

তা হয় না, সাহেব।

জল ও বাতাসের মতো কৃষি জমির উপরেও আমাদের দেশের চাষীদের অধিকার রয়েছে।

কেউই না— এমন কি নবাবেরও অধিকার নেই চাষের জমি থেকে চাষীকে উৎখাত করার।

কর আদায় করাই আমার একমাত্র কাজ নয়। আইন মেনে প্রজাদের রক্ষা করাও ...

আমার মনে হয়, কর আদায় করাই তোমার একমাত্র কাজ হওয়া উচিত।

Indrajal Comics

পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে কোম্পানি নতুন এক দল জমিদার নিয়োগ করলো। নির্দিষ্ট খাজনা দেবার অঙ্গীকারে তাদের এক থেকে পাঁচ বছরের জন্য বহাল করা হলো।

কোম্পানি সময় মতো খাজনা চায়। খাজনা বাকি পড়লে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, শহুরে বাবু-দেরই জমিদার করা হলো। গ্রামে তারা কখনও পদার্পন করতো না। তাদের পেয়াদারাই আসতো চাষীদের কাছে খাজনা আদায় করতে।

হুজুর, সব ফসল নেবেন না। তাহলে আমরা খাবো কি?

আমি তা জানি না। আমি বকেয়া খাজনা আদায় করতে এসেছি।

১৭৭০ সাল বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা মারা গেল

কিন্তু কোম্পানি করের বোঝা কমালো না।

স্যর, এ বছরেও আমরা খাজনা আদায়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছি।

খুব ভালো। চালিয়ে যাও।

পরবর্তী চাষের জন্য সংরক্ষিত বীজধানও কেড়ে নেওয়া হলো। ফলে খাদ্যশস্যের দাম দারুন বেড়ে গেল।

দেশবাসীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। এক দিন বাংলার দিনাজপুরে—

আ-আহ!

হুজুর, দয়া করুন।

কী, খাজনা না দেওয়ার জন্য?

ওকে চাবুক মার! ওদের ঘর থেকে টেনে বের কর। বিষয়-সম্পত্তি সব নিলাম করে দে!

কোম্পানির লোক নিষ্ঠুর দেবী সিং-এর হাত কেউই নিস্তার পেত না।

আমাদের গ্রামবাসীরা তখন অসহায়।

ফিরিঙ্গিরা ধর্ম্ম মানে না। সেই জন্যে দেবী সিংদের মতো শয়তানেরা ওদেরই অনুগত।

চলো, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

চলো। যেখানে অন্তত শান্তিতে বসবাস করতে পারবো।

সকলে এক এক করে দিনাজপুর ছেড়ে চলে গেল।

কিছু দূর যাবার পর —

গোরা সৈন্য!

ওরা আমাদের মেরে ফেলবে!

পালাও!

অনেকে ভয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো ...

... এবং লাঠি সোটা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঐ আসছে!

এক ঝাঁক পাথর ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করলো। সেটা ১৭৮৩ সাল।

পাকড়াও!

লাঠি হাতে চাষীরা গোরা সেনাদের সঙ্গে আর কতক্ষন লড়তে পারে!

বিদ্রোহীদের উপর নির্মম অত্যাচার করা হলো। অনেককে মেরেও ফেলা হলো।

গভর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থাপনায় জমিদারেরা জমির মালিকানা পেল এবং খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জন করলো।

আমি আমাদের নির্দ্দিষ্ট খাজনা ঠিক ঠিক চাই। আমাদের দিয়ে থুয়ে বাকি যা থাকবে, তা আপনাদের।

চাষীদের কাছ থেকে কি পরিমাণ খাজনা আমরা আদায় করবো?

সেটা আপনারাই ঠিক করে নেবেন।

কিন্তু আমাদের প্রাপ্য তা যেন সময় মতো আসে।

তার অন্যথা হলে আপনাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও নিলাম করা হবে!

বহু জমিদারই তাঁদের অসুবিধার কথা প্রকাশ করলেন।

খাজনা বাকি পড়লে আপনারা আমাদের জমিদারী স্বচ্ছন্দে কেড়ে নিতে পারেন। কিন্তু চাষীদের উপর আমরা জুলুম করতে পারবো না।

হুম্...ম্...ম্! বটে!

সময় মতো খাজনা দিতে না পারলে জমিদাররা যাতে চাষীদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারে সেজন্য ইংরেজরা এক নতুন আইন চালু করলো।

না! আমাদের গরু নিয়ে যেতে পারবেন না!

বকেয়া খাজনা না দিলে তোকে ভিটে মাটিও হারাতে হবে!

সেই সময়ে গ্রামে গ্রামে মহাজন নামক এক শ্রেনীর কুসিদজীবীর আবির্ভাব ঘটলো।

কি ব্যাপার, কর্তা ?

জমিদারকে টাকা দিতে না পারলে আমাকে সব কিছু খোয়াতে হবে।

কিছু ভেবো না, আমি তোমাকে ধার দেবো।

তোমাকে শুধু ...

... এখানে একটা টিপ সই দিতে হবে।

টাকার জন্য দিশাহারা চাষীরা কোনও কিছু না বুঝেই কাগজের উপর টিপ সই দিল।

কয়েক মাস পরে —

এই কিস্তির সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার সব ধার শোধ হয়ে গেল?

তা কি করে হয়? ওটা তো সুদের কিস্তি মাত্র।

হুজুর আমি পড়ালেখা জানি না। তবে একথা ঠিক যে আমি ধারের টাকার পাঁচ গুন টাকা আপনাকে ফেরত দিয়েছি।

বুঝতে পারলি না, এতো দিন তো কেবল সুদ মেটালি। আসল তো এখনও তোর কাছে বাকি।

চিন্তিত ঋন-গ্রহীতা গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে দেখা করলো।

মহাজন স্বীকার করছেন যে, উনি আমার থেকে পাঁচ গুন টাকা পেয়েছেন। তবু বলেন কিনা আসল টাকা এখনও বাকি।

আর দামদুপাট* অনুযায়ী খুব বেশি হলে দেনদার পাওনাদারকে তার আসলের দ্বিগুন ফেরত দিতে বাধ্য।

ফিরিঙ্গিদের আদালতে দামদুপাটের কোনও দাম নেই। ওরা তোমার টিপসই দেওয়া কাগজপত্র দেখে যা করবার করবে।

আদালতে কে যাবে? আমি তোমাদের কাছে বিচার চাইছি।

এখন আর ওকথা বলে লাভ নেই। গ্রামের সালিশী এখন কেউ মানবে না।

আদালত হবার পর ঝগড়া-বিবাদে মীমাংসায় গ্রাম্য সালিশীর ভূমিকা একেবারে মুছে গেল। চাষীরা আদালতে যেতে ভয় পেত। আদালতের আইন কানুন তারা বুঝতে পারতো না। আর তাছাড়া, সেখানকার ব্যয়ভার বহন করার মতো ক্ষমতাও তাদের ছিল না।

* পুরনো আমলের অলিখিত আইন। অর্থাৎ আসলের দ্বিগুন।

দাক্ষিনাত্যের কৃষিজীবীদের অবস্থাও সুবিধার ছিল না। ইংরেজের নির্মম অত্যাচারে তারাও মহাজনের খপ্পরে পড়ে গেল। এবং অনেককেই আপন জমি হারিয়ে সেখানেই শেষ পর্যন্ত জনমজুরী করতে হলো।

আমি সুসময় এবং দুঃসময়, ভালো শাসক ও মন্দ শাসক দুইই দেখেছি। কিন্তু কোনও আমলেই আমাদের জমি খোয়াতে হয় নি। এখন নিজেদের জমিতেই দাস হয়ে রয়েছি।

খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে চাষীদের দিন যাপন করতে হতো। মহামারীতে লাখে লাখে প্রান বিসর্জন দিত। যারা বেঁচে যেতো অপুষ্টি কিংবা নানা ব্যাধিতে ভুগতো।

ছোট বেলায় ঠাকুর্দা বলতেন, রাজার খাজনা নেওয়াটা হচ্ছে, মাটি থেকে সূর্যের জল শুষে নেবার মতো...

... যা বৃষ্টি ধারায় পৃথিবীর মাটিকে আবার সজীব, উর্বর করে তুলতো।

আর ফিরিঙ্গিরা যে কর নেয় তা খরা হয়ে আমাদের জমিতে ফিরে আসে।

সম্পদ-শোষণ

সম্পদে আর শিল্পে বিত্তশালিনী আমাদের দেশ কি করে এক গরিব দেশে পরিনত হল ?

তার প্রধান কারন হল, নানা আকারে আর নানা স্থলে আমাদের সম্পদ ব্রিটেনের ভূমিতে গিয়ে নিষ্কাশিত হয়েছিল।

সরকারের সমস্ত উচ্চপদে ছিল ব্রিটিশেরা, তাদের বেতনও ছিল যেমন প্রচুর, অবসর-গ্রহণের ভাতাও ছিল সমতুল্য। তাদের বেতনের টাকা আর সরকারের সব খরচপত্র মেটানো হত আমাদের দেশের লোকের থেকে অত্যধিক কর আদায় করে। আমাদের টাকা দিয়ে তাদের বিজয়ের অভিযান আর আমাদের দেশে বিস্তারের খরচ জোগানো হত। এ ছাড়া দিতে হত বাৎসরিক উপঢৌকন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছরেই এই উপঢৌকনের পরিমান হয়েছিল ৭০ কোটি পাউণ্ড, ১২% যৌগিক সুদসহ। প্রয়োজন মতো টাকা না থাকলেই বাকী টাকা ধার বলে ধরা হত আর তার জন্যে সুদ দিতে হত।

যখন রানী ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর থেকে আমাদের দেশ কিনে নেন তখন দামটা দিতে হয়েছিল আমাদের দেশের লোককেই। সরকার কোম্পানীকে মোটা টাকা দিয়েছিলেন আর সে টাকা ভারতের ধারের খাতেই যোগ দেওয়া হয়েছিল। এর চেয়ে উপহাসের ব্যাপার কি হতে পারে! ব্রিটেন আমাদের যে টাকা দিয়ে কিনল সে টাকা আমাদেরই দিতে হল।

"ভারতীয় ধারের" বাৎসরিক সুদ ছিল "গৃহ-মূল্যের" অর্থাৎ বাৎসরিক উপঢৌকনের প্রধান অংশ। ১৯০১-১৯০২ সালেই উপঢৌকন ছিল ১৭০ লক্ষ পাউণ্ড। এর ওপর ছিল ব্রিটিশ কর্মচারী আর তাদের পরিবারের দেয় টাকা। সব মিলিয়ে ছিল সারা বছরের করের অর্ধেক। প্রসিদ্ধ অ্যামেরিকান ঐতিহাসিক, উইল ডুর্যান্ট বলেছেন, "নানা আইনের সজ্জায় টাকা শোষণ ... প্রতারণার সঙ্গে ছিল অত্যাচার আর ডাকাতি চলেছিল অবাধে।

ব্রিটিশের

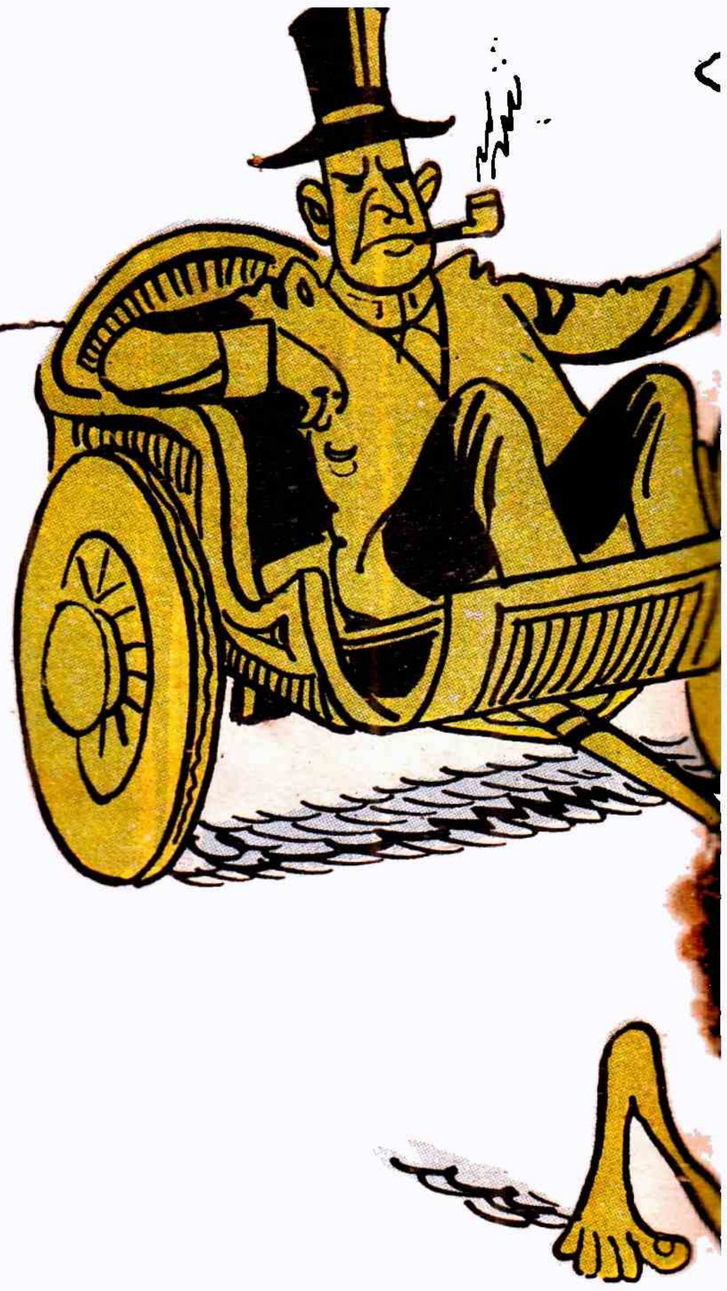

জোয়াল

ভূমিকর আদায়ের

চাষীদের থেকে সময়মতো খ

আদায়ের জন্য অত্যাচার বির

ছিল না। ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সীতে

অত্যাচারের ধরন ছিল, রোদে দাঁড়

করিয়ে রাখা, খেতে যেতে না দেওয়া

প্রকৃতির ডাকে যেতে না দেওয়া,

বন্দী করে রাখা, গরু চরাতে না দেওয়া,

দেহ বেঁকিয়ে বেঁধে রাখা, আঙুল

জড়িয়ে মোচড় দেওয়া, চিমটি

কাটা, চড়-ঘুষি মারা, বেত মারা,

ওপর-নীচে দৌড় করানো, কান

ঝুলে দেওয়া, পিঠের ওপর কোন

নীচু জাতের লোককে বসিয়ে

দেওয়া, দুজনের মাথা ঠোকা-

ঠুকি করানো বা দুজনের ...

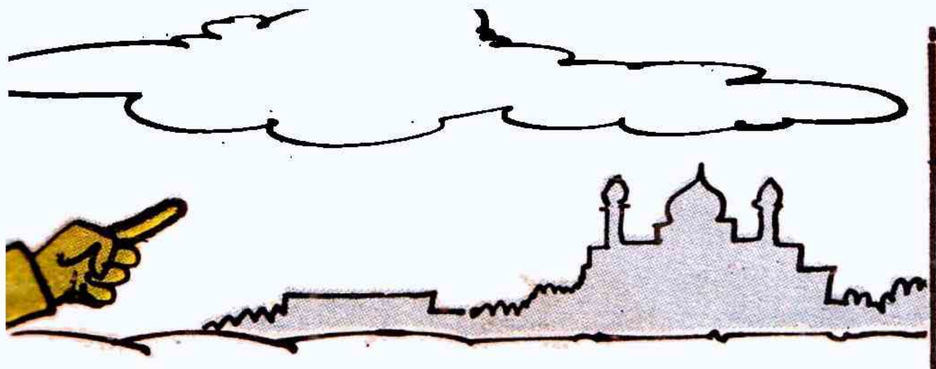

ভারত

জন্য অত্যাচার

"... চুলে চুলে বেঁধে দেওয়া বা টিকিতে টিকিতে বেঁধে দেওয়া, গর্তওলা কাঠের বাক্সে পা আটকে দেওয়া, গাধা বা মোষের ল্যাজের সঙ্গে চুল বেঁধে দেওয়া, গলায় হাড়ের বা অন্য কোন বীভৎস কিছুর মালা পরানো আর মাঝে মাঝে আরও কঠিন সব শাস্তি দেওয়া।

– রমেশ দত্ত, কমিশান অফ এনকোয়ারী থেকে উদ্ধৃত, তারিখ ২৬ই এপ্রিল ১৮৮৫ সাল।

দুর্ভিক্ষে মৃত্যু

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের সাত বার বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভিক্ষ ভোগ করতে হয়েছিল আর মোট ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর খবর নথীভুক্ত করা হয়েছিল। আর ঐ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল চব্বিশ বার আর ২ কোটিরও ওপরে লোক মারা গিয়েছিল। এর কারনে ছিলনা অন্নের অভাব – এগুলি ছিল মানুষের তৈরী।

রমেশ দত্ত যেমন বলেছেন, "... সারা দেশের হিসেবে ভারতে শস্যের অজন্মা হয় নি কখনও। এক বছরও যায় নি যখন ভারতের লোকের প্রয়োজন মতো শস্য হয় নি। গলদ ছিল অন্য। নয়তো, এক প্রদেশে অজন্মা হলে লোকেরা পাশের প্রদেশের অপর্যাপ্ত ফলনের ভাগ কিনতে পারে নি কেন।"

ব্রিটিশরা আসার আগেও আমাদের চাষীরা অনাবৃষ্টি - অফলন দেখেছে। সে কালে তারা নানা হস্তশিল্পের থেকে আয় করে যেখানে ভাল ফলন হয়েছে সেখান থেকে খাদ্য কিনতে সক্ষম হত।

কিন্তু ব্রিটিশরা আসার পর আমরা দেখেছি যে এই আয়ের পথ নির্মমভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর আমাদের কৃষকদের চাষের ওপর সম্পূর্ন নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে – তাও জলসেচনের যথামত ব্যবস্থা না রেখে। তার ওপর তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে আর নির্দয় করভার বহন করে তাদের আর কিছু বাঁচত না। তাই তারা পড়ল মহাজনদের কবলে, এমন কি তাদের বলদ, লাঙল ইত্যাদি চাষের প্রয়োজনীয় আয়োজনের জন্যও। শস্য প্রচুরই ছিল, কিন্তু আমাদের চাষীদের জন্য নয়। ১৮৭৭- ৭৮ সালে তথাকথিত দুর্ভিক্ষের সময়েও ব্রিটিশ সরকার ৭৭০ লক্ষ পাউণ্ড কর আদায় করেছে আর ব্রিটিশ বনিকেরা ১ কোটি পাউণ্ডের শস্য রপ্তানি করেছে, সরকার খুশী পুরে কর আদায় করে, ব্রিটিশ বনিকেরা খুশী পুরে লাভ আদায় করে। কিন্তু আমাদের চাষীরা, লাখে লাখে না খেতে পেয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

ভুলি না যেন . . .

আমাদের নিজস্ব নেতৃত্বের উদ্ভবের আগেই অনেক ইংরেজই আমাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ও ন্যায় আচরণ প্রাপ্তির জন্য কাজ করে গেছেন। নিজদেশবাসীদের, আমাদের মংগলবিরুদ্ধ, নীতি ও কর্মের সমালোচনা করতে এই বন্ধুরা কখনও দ্বিধা করেন নি। এঁদের রচনা, বিবরণী ও তথ্যদর্শনের ভিত্তিতেই বৃটিশ-শাসনের অন্ধকার দিকটা এই বইটিতে দেখানো হয়েছে। এঁরা কালাতীত, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দিন দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের লেখার কিছু কিছু এখানে দেওয়া হল:

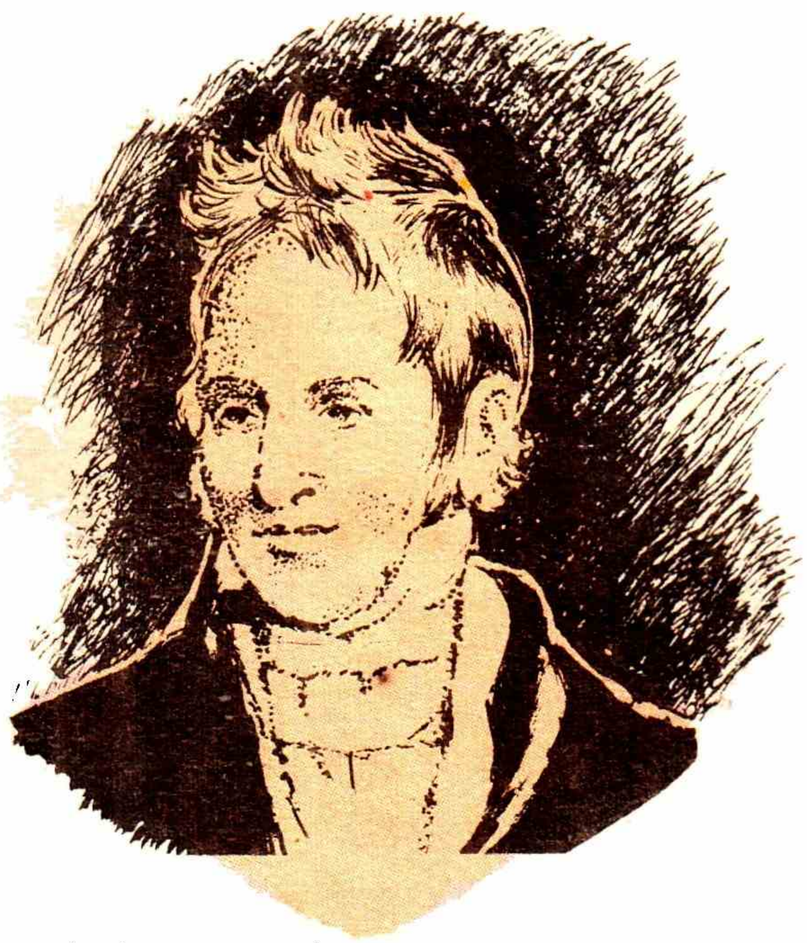

মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন:
বোম্বের গভর্নর (১৮১৯-১৮২৭)

শাসনকার্যে অনেক ভারতীয়দের নিয়োগ ও প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার করেছিলেন। এক অতিথি তাঁর তাঁবুতে অনেক মারাঠী বই দেখে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেছিলেন: "এগুলি নেটিভদের শিক্ষার জন্য, কিন্তু আমাদের ইউরোপে ফিরে যাওয়ার রাজপথ।

স্যর জর্জ উয়িংগেট

"ভারতের সংগে আমাদের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ" লেখাটি থেকে।

"ভারতের অবস্থার ওপর অর্থনৈতিকতার প্রভাবের বিষয়ে গ্রেট বৃটেনের প্রশংসা, আমাদের বর্তমান শাসননীতির মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিকর অংশ। কোন দেশে কর আদায় করে সেই দেশেই তা ব্যয় করা আর সেই কর অন্যদেশে খরচ করার ফল কখনও এক হতে পারে না। প্রথম ক্ষেত্রে যে কর জন-সাধারনের থেকে আদায় করা হল, তা তাদের এক অংশ, যারা সরকারের কাজে নিযুক্ত, তারা পেল আর তাদের খরচের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেনীর মধ্যে ফিরে গেল। এতে ধনের পুনর্বন্টন হল বটে, কিন্তু দেশের আয়ের কোনো ক্ষতি হল না।

"... কিন্তু সেই কর অন্যদেশে ব্যয় করা হলে অবস্থা দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন.. হয় দেশের সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি আর করদাতা

দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া ধনের লোপ ... কারন, অন্যদেশ থেকে সেই ধন কোন মাধ্যমেই করদাতা দেশে ফিরে আসে না।"

*

স্যর জন শোর, বড়লাট (১৭৯৩-১৭৯৫)

"ভারতের সুদিনের শেষ হয়েছে, তার এতকালের সম্পদের বেশীরভাগই শোষন করে নেওয়া হয়েছে। আর তার জীবনশক্তিকে ব্যাহত করা হয়েছে অপশাসনের নোংরা পদ্ধতিতে, যে শাসনে মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের পুষ্টির জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থের বলিদান দেওয়া হয়।"

BNG

কর্নেল ওয়াকার
একজন বৃটিশ অফিসার

"কোম্পানীর শাসনের প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয় হল দেশীয় প্রতিনিধিত্বের প্রায় সম্পূর্ণ বর্জন। স্থানীয় লোকেদের যে সব পদে বহাল করা হয় সেগুলি এত নিম্নস্তরের যে কোন ইউরোপীয় সে পদের কামনা করবে না; আর এই সব পদের সংগে যুক্ত বেতন এতই স্বল্প যে, এতে তারা কোনমতে নিজেদের আর নিজ পরিবারবর্গের অন্নসংস্থানে সমর্থ হয়। আর শুধু যে বেতন নগন্য, তা নয়, তাদের ওপর যে বিশ্বাসের অভাবের প্রদর্শন, যে আলোকে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, সবকিছু তাদের গভীর বিতৃষ্ণার পথে এগিয়ে দেয়...

"স্থানীয় লোকেদের সন্তুষ্টির একমাত্র উপায় হল তাদের সম্মান ও লাভজনক পদে নিযুক্ত করা। এ আশা করা যায় না যে লোকেদের কেবল নিরাপত্তা দিয়ে, সেই সংগে সব সম্মানপ্রদ উচ্চাশার পথ বন্ধ করে তাদের খুশি করা যাবে। মর্মান্তিক বহিষ্করন প্রতিভাকে প্রতিহত করে, বংশগৌরবকে আহত করে আর দুর্বল ও অকর্মন্য ছাড়া সবাইকেই ভগ্নোদ্যম করে। যতদিন এই বিরূপভাব থাকবে ব্রিটিশ-সরকারকে পথের কাঁটা হিসেবেই দেখবে তারা।"

*

মন্টগোমারী মার্টিন
"ইস্টার্ন ইন্ডিয়া" তে লেখা

"আমার মনে হয়না যে, ভারতের মতো দূরদেশ থেকে বছরে তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ক্রমাগত উৎখাত করে আর কোনভাবেই তা ফিরিয়ে না দেওয়ার যে কুফল তা এড়িয়ে যাওয়া মানুষের সকল চাতুর্যের বাইরে।"

*

জন সালিভান
একজন ব্রিটিশ কর্মচারী

"...ওদের (ভারতীয়দের) কোনো ভাষা নেই নিজেদের করভার নির্ধারন করার, কোন মতাধিকার নেই নিজেদের পালনীয় আইন প্রবর্তন করার, কোন অংশগ্রহন নেই নিজেদের দেশ শাসন করার; আর... তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের উপযুক্ত মানসিক আর নৈতিক গুন নেই, এই জঘন্য আর অপমানকর ছুতো দিয়ে।"

*

"যদি কৃষিকার্যের সুব্যবস্থা, শিল্পকার্যে অতুলনীয় দক্ষতা, ... হস্তলিপি ও গনিত শেখানোর জন্য প্রতি গ্রামে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, সাধারন আতিথেয়তা আর একের অন্যের ওপর দয়া-দাক্ষিণ্য, আর, সবার ওপর, স্ত্রীজাতির প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর কোমলতাময় ব্যবহার সুসভ্য জাতের লক্ষন হয়, তা হলে হিন্দুরা ইউরোপের কোন জাতের চেয়ে কম নয়; আর দুই দেশের মধ্যে বানিজ্যই যদি সভ্যতা হয়, তা হলে এদেশ (ইংল্যান্ড) আমদানি করে লাভবানই হবে...

"...আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভারতের সংগে আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হলে এ হয় না যেন, আমাদের প্রভাবে তার যেমন ছিল তার চেয়ে আরো অবনত। আর শাসনকার্যে অক্ষম হয়ে পড়ে।"

টমাস মুনরো (গভর্নর, ম্যাড্রাস, ১৮২০-২৭)

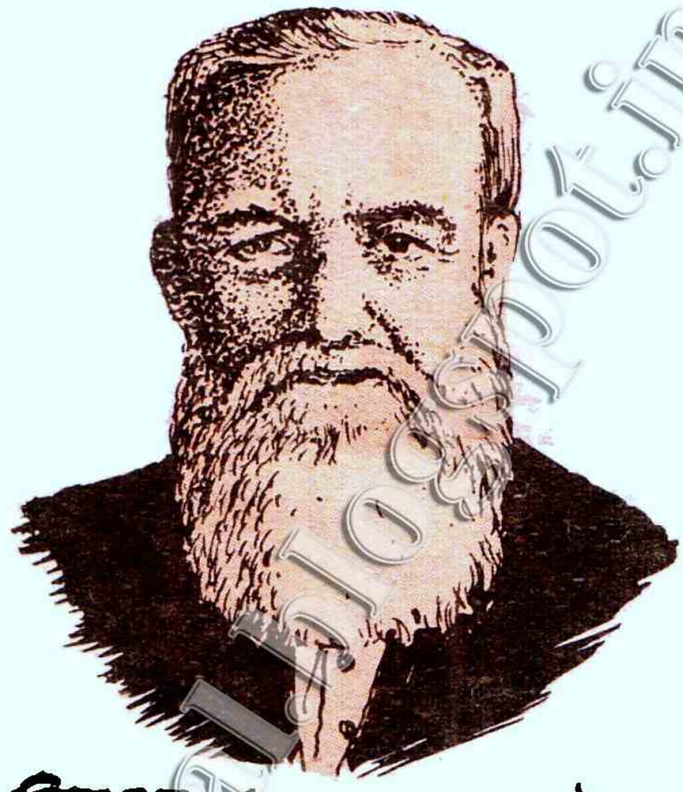

লর্ড রিপন (ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল, ১৮৮০-১৮৮৪)

জেলা ও নগরশাসনে স্থানীয় লোকের স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করেন। কোন ইউরোপীয় অবৈধ কাজ করলে তার ওপর ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটেরও বিচার-ক্ষমতা থাকবে, এই প্রস্তাব করায় তিনি নিজ দেশবাসীর অপ্রিয় হন। অপরপক্ষে, ১৮৮৪ সালে ভারত ছেড়ে যাবার সময় আমাদের দেশের লোকেরা তাঁকে আন্তরিক ও তুমুল অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

BNG

ইংরেজরা সাধারন মানুষকেও রেহাই দিল না। তাদের মুতরফা অর্থাৎ বৃত্তি কর দিতে বাধ্য করা হলো।
এই তরকারী কি তুমি বিক্রি করছো?
বলুন, কি কি চাই?
চাই না কিছু। শুধু নিতে এসেছি মুতরফা – ব্যবসা করার জন্য কর।
সেটা আবার কী?
সাহেবরা যে তোমাকে রোজগার করার সুযোগ দিচ্ছে এটা সেই বাবদ কর। সবাইকেই দিতে হচ্ছে। তাঁতি, চাষী, ছুতোর, কামার ...
কিন্তু এ তো অতি সামান্য আয়...
যাই হোক, সরকারী জায়গা তো ব্যবহার করছো। এখন ভালোয় ভালোয় খাজনা দাও, নইলে হাজতে যেতে হবে।
সাধারন রোজগেরে মানুষদের বৃত্তি কর দিতে বাধ্য করা হলেও ইংরেজ বনিকরা কিন্তু এর থেকে দিব্যি রেহাই পেল।
মুতরফা থেকেও খারাপ ছিল দেশে তৈরি লবনের উপর উৎপাদন কর। ফলে সাধারনের কাছে এটা বিলাসী দ্রব্যে পরিনত হলো।
একটু নুন দিতে পারো?
নুন?
ভুলেই গিয়েছিলাম যে, এই ফিরিঙ্গি রাজত্বে ওটা বাদ দিয়েই সব কিছু খাওয়া শিখতে হবে।

রাজা কিংবা নবাবদের প্রতিও ইংরেজদের ব্যবহার সুখের ছিল না। সন্তানহীন রাজা-রাজড়াদের রাজ্য তাঁদের মৃত্যুর পর কেড়ে নেওয়া হতো। পথ দিয়ে কোনও ইংরেজ গেলে তাকে আগে রাস্তা ছেড়ে দিতে হতো।
সরকার! ফিরিঙ্গি!
গাড়ি থামাও!
এ খুবই অন্যায় যে রাস্তায় ফিরিঙ্গি দেখলেই সেলাম করতে হবে। আমার কর্তাবাবুকেও দেখছি সাহেবের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিতে হচ্ছে!
যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এ দেশের মানুষকে কোনও উচ্চ সরকারী পদ দেওয়া হতো না।
আইন ওদের সহায় বলে ফিরিঙ্গিরা যা খুশি তাই করতে সাহস পায়!
বিচারক নিজেও যখন ফিরিঙ্গি তখন সুবিচার আশা করা নিরর্থক।
প্রকৃত পক্ষে এখানকার কাউকে হত্যা করলেও ইংরেজ দুষ্কৃতকারী সহজেই নিষ্কৃতি পেয়ে যেতো।
ধর্মের ব্যাপারে মিশনারীদের কার্যকলাপ দেশবাসীকে উত্তেজিত করে তুললো।
প্রলোভন দেখিয়ে ওরা আমাদের ছেলেপুলেকে হাত করছে।
ওদের লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের ধর্মান্তরিত করা।

এই আশঙ্কা থেকেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়।

নতুন বন্দুকের কার্তুজ তৈরি করতে গরু আর শুয়োরের চর্বি নাকি ব্যবহার করা হচ্ছে?

ওরা আমাদের ধর্মের উপর আঘাত আনতে চায়! খ্রীস্টান বানাবার এটা একটা চক্রান্ত!

এক দিন—

ওঠো! অস্ত্র ধরো! আমার সঙ্গে এসো! ধর্মনাশের এ চক্রান্ত রুখতে হবে!

এই আহ্বানকারী হলেন সিপাহী মঙ্গল পান্ডে।

কেউ তাঁর সঙ্গী হলো না। কেউ তাঁকে বাধাও দিল না। এক জন গোরা সৈন্য তাঁর দিকে এগিয়ে আসতেই...

... মঙ্গল পান্ডে বন্দুক ছুঁড়ে ...

... মহাবিদ্রোহের সূচনা করলেন।

BanglaBook.org

১৮৫৭
মহান আন্দোলন

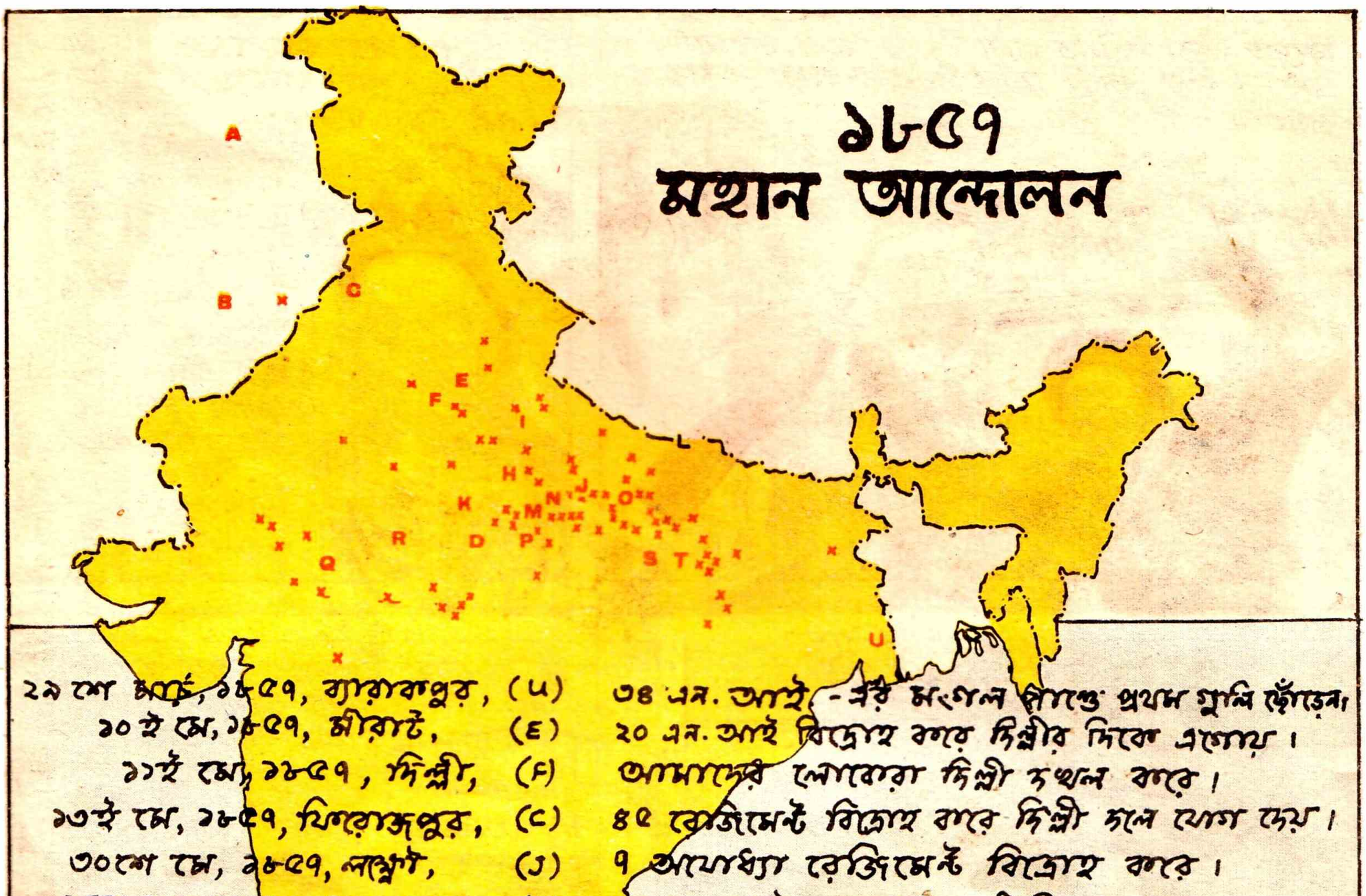

২৯শে মার্চ, ১৮৫৭, ব্যারাকপুর,	(U)	৩৪ এন. আই. -এর মংগল পাণ্ডে প্রথম গুলি ছোঁড়েন।
১০ই মে, ১৮৫৭, মীরাট,	(E)	২০ এন. আই বিদ্রোহ করে দিল্লীর দিকে এগোয়।
১১ই মে, ১৮৫৭, দিল্লী,	(F)	আমাদের লোকেরা দিল্লী দখল করে।
১৩ই মে, ১৮৫৭, ফিরোজপুর,	(C)	৪৫ রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে দিল্লী দলে যোগ দেয়।
৩০শে মে, ১৮৫৭, লক্ষ্নৌ,	(J)	৭ অযোধ্যা রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে।
২রা জুন, ১৮৫৭, পেশোয়ার,	(A)	৫৫ এন. আই. -এর ৪০ জন জীবিতকে কামান দাগা হয়।
৪ঠা জুন, ১৮৫৭, বেনারস,	(S)	৩৭ এন. আই.-এর বিদ্রোহ।
৪-৬ই জুন, ১৮৫৭, কানপুর,	(M)	২য় অশ্বারোহী দল ও ১ম পদাতিক দল নেতৃত্ব করে।
৭ই জুন, ১৮৫৭, ফৈজাবাদ,	(O)	মৌলভী আহমদ শাহ আমাদের এক নেতা হন।
৮ই জুন, ১৮৫৭, দিল্লী রিজ,	(F)	ব্রিটিশ সৈন্যদলের আগমন।
৯ই জুন, ১৮৫৭, বেনারস,	(S)	জেনারাল নীল দমনের ব্যবস্থা শুরু করেন।
১৪ই জুন, ১৮৫৭, ফাতেগড়,	(H)	১০ এন. আই. বিদ্রোহ করে।
২৬শে ও ২৭শে জুন, ১৮৫৭, কানপুর,	(M)	কানপুর আমাদের অধিকারে আসে।
১লা জুলাই, ১৮৫৭, লক্ষ্নৌ,	(J)	আমাদের লোক ব্রিটিশ রিজেন্সী অবরোধ করে।
১৭ই জুলাই, ১৮৫৭, কানপুর,	(M)	ব্রিটিশ কানপুর পুনর্দখল করে।
১২ই আগষ্ট, ১৮৫৭, জগদীশপুর,	(T)	কুনোয়ার সিংয়ের এলাকায় প্রথম যুদ্ধ।
১৬ই আগষ্ট, ১৮৫৭, বিঠুর,	(N)	বিঠুর দখল, নানা সাহেবের পলায়ন।
১৭ই আগষ্ট, ১৮৫৭, পুনামল্লী,	(V)	৮ ম্যাড্রাস নেটিভ রেজি: নিজ দেশবাসীর সংগে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়। রেজি: ভেঙে দেওয়া হয়।
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, দিল্লী,	(F)	বৃটিশ দিল্লী পুনর্দখল করে।
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, লক্ষ্নৌ,	(J)	বৃটিশ সৈন্যদলে আরও সৈন্য আসে।
২৩শে নভেম্বর, ১৮৫৭, মান্দাসোর,	(Q)	বৃটিশরা ফিরোজ শাহ সৈন্যদলকে পরাস্ত করে।
২৮শে নভে: - ৬ই ডিসে:, কানপুর,	(M)	আমাদের লোকদের হত্যা করে ব্রিটিশ ফতেগড় দখল করে।
৩রা জানুয়ারী, ১৮৫৮, ফাতেগড়,	(H)	আমাদের লোকদের হত্যা করে ব্রিটিশ ফাতেগড় দখল করে।
২রা - ২২শে মার্চ, ১৮৫৮, লক্ষ্নৌ,	(J)	ব্রিটিশ আবার দখল করে।
১৯শে মার্চ - ৩রা এপ্রিল, ১৮৫৮, ঝাঁসী,	(D)	ব্রিটিশের দখলে আসে।
২২শে এপ্রিল, ১৮৫৮, কাল্পি,	(P)	ব্রিটিশের দখলে আসে।
৫-৬ই মে, ১৮৫৮, বেরিলি,	(I)	ব্রিটিশের দখলে আসে।
১৬ - ২১শে জুন, ১৮৫৮, গোয়ালিয়র	(K)	ব্রিটিশের দখল, ঝাঁসীর রানীর মৃত্যু।
১লা নভেম্বর, ১৮৫৮, সুলতান	(G)	রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষনা।

চিহ্ন × যুদ্ধক্ষেত্র

BNG

বিদ্রোহ ক্রমে পরিনত হলো বিপ্লবে। চাষী, ব্যবসায়ী, সাধারন মানুষ, রাজা, নবাব সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হলেন।
আশি বছর বয়সের বৃদ্ধ মোঘল এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহন করলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ন হলেন পেশোয়া নানা সাহেব এবং তাঁর সহযোগী তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ। এ ছাড়া আরও অন্যান্যদের মধ্যে এগিয়ে এলেন একাশি বছরের প্রবীন কুঁয়ার সিং, ফৈজাবাদের মৌলভী খান বাহাদুর খান, বেগম হজরত মহল, রাও তুলারাম প্রমুখ অনেকেই।
একশো বছর ধরে জমে থাকা ঘৃনা অচিরেই প্রতিহিংসায় পরিনত হলো।
ফিরিঙ্গি! খতম করো!
দেশের এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে ভীত চকিত বহু ইংরেজ পরিবারকে আমাদের দেশেরই মানুষ আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন।
কেউ আপনাদের ক্ষতি করবে না। এখানে থাকতে পারেন।
ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ!
শুরুতে ইংরেজদের প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হলেও অচিরেই সামলে নিল। অস্ত্রের সাহায্যে বিদ্রোহীদের দমনে তৎপর হলো। তাঁদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলো। অনেককে ধরে দিয়ে ফাঁসি-কাঠে ঝোলানো হলো।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলশ্রুতি হলো ক্ষমতা হস্তান্তর। ১৮৫৮ সালে এক ঘোষনাপত্রের দ্বারা রানী ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ ভারতের শাসন ভার সরাসরি নিজের হাতে গ্রহন করেন।
“... অন্যান্য প্রজাদের ক্ষেত্রে আমাদের যে দায়দায়িত্ব কর্তব্য, সেই একই শর্তে ভারতের প্রজাপালনের ভার গ্রহন করা হলো।”
“... এতদ্বারা ঘোষনা করা যাচ্ছে যে, রাজকীয় আজ্ঞানুযায়ী কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবেনা— ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না; এবং আইনের চোখে সকলে সমান এবং নিরপেক্ষ বিচার পাবে।”
“... এবং আরও ঘোষনা করা যাচ্ছে যে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাবর্গ শিক্ষা ও অন্যান্য যোগত্যা অনুযায়ী সরকারী কাজ পাবার অধিকারী হবে। ...
ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের পশ্চিমী ভাবধারায় অনুপ্রানিত দেশের তরুন সম্প্রদায় রানীর ঘোষনাপত্রের অঙ্গীকারে আশার আলো দেখতে পেল। কিন্তু অচিরেই তাদের মোহ ভঙ্গ হলো।
সব সমান! ইংরেজরা যেন আরও বেশি মাত্রায় সমান!
ওদের চোখে এক জন সৎ ভারতীয়ের চেয়ে একজন সাদা চামড়ার অপরাধী বরং ভালো। আরও আশ্চর্যের, সাদা চামড়ার অপরাধীদের বিচার করার এক্তিয়ার দেশীয় বিচারকদের নেই।

বাংলায় নীল চাষীরা ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংসার পথ ধরলো। দেশীয় পত্রপত্রিকাগুলি নীল চাষীদের উপর অত্যাচারের কথা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করতে লাগলো। হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখলোঃ

রায়ত ... তাদের নির্বিশেষে
প্রহার ও অত্যাচার করা হয়েছে...
কেড়ে নেওয়া হয়েছে মুখের গ্রাস...
তাদের উৎখাত করা হয়েছে ভিটে
মাটি থেকে ... তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে
দেওয়া হয়েছে, পুরুষদের আটক করা
হয়েছে, নারীদের উপর চলেছে অপমান,
নষ্ট করা হয়েছে ওদের খাদ্যশস্য।
... তবু ওদের দমন করা যায় নি-
স্বাধীনতা অর্জনের পথ থেকে
সরে দাঁড়ায় নি...

এদিকে ইংরেজি শিক্ষিত দেশের মানুষ সংবাদপত্র প্রকাশ এবং সংগঠন গড়তে লাগলো। অপর দিকে, দাক্ষিনাত্যের দরিদ্র মানুষ মহাজনদের শোষনের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলো। মহাজনী সুদপত্র পুড়িয়ে ফেলা হলো এবং মজুতদারদের খাদ্যশস্যের গুদাম লুঠ করা হলো।

এই রকম যখন পরিস্থিতি, তখন তরুণ দেশপ্রেমী বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে সাধারন মানুষের এই চরম দারিদ্র্যের জন্য ইংরেজদের দায়ী করলেন।

আমাদের এই দারিদ্র্য এবং দুর্দশার জন্য ব্রিটিশরাই একমাত্র দায়ী!

তিনি সহিংস বিপ্লবের পথ ধরলেন।

বাসুদেও ফড়কেকে গ্রেপ্তার করে পুনায় নিয়ে এলে তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকেও তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে ইংরেজ সরকার বিশেষ শঙ্কিত হলো।
দেশের মানুষদের কাছে লোকটা বীর!
ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন রাজকর্মচারীরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগলেন।
শিক্ষিত তরুণ ভারতীয়রা যদি বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মেলায়?
ওদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ দূর না করা পর্যন্ত এটা হতেই পারে!
অবসর গ্রহনের মুখে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম এর এক উপায় বের করলেন।
সরকারের ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়ে দেবার জন্য — ইংল্যান্ডে রানীর বিরোধী পক্ষের মতো আমাদের এখানেও একটা সংগঠন গড়ে তোলা দরকার।
দেশবাসীর উদ্দেশে হিউম এক খোলা চিঠি লিখলেন।
... নিজের এবং দেশবাসীর আরও স্বাধীনতার জন্য, পক্ষপাতহীন সরকারের জন্য, প্রশাসনে সংগঠনমূলক অংশ গ্রহনের জন্য নিরলস সংগ্রাম করে যেতে হবে...
... বিচ্ছিন্ন মানুষেরা একা... শক্তিহীন...
উনি এক সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

এমন প্রতিষ্ঠান তো বেশ কিছু আছে – কলকাতায়, মাদ্রাজে, পুনায় ...

জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার জন্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র আমাদের ছিল।

কেউই টিঁকে থাকতে পারেনা। সরকার বাড়তে দেয় না।

হিউমের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা যেতে পারে। একজন বিশিষ্ট ইংরেজের সংগঠনের প্রতি সরকার নিশ্চয়ই নরম মনোভাব দেখাবে।

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হিউম উল্লেখযোগ্য সাড়া পেলেন।

চমৎকার সূত্রপাত!

১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাহাত্তর জন প্রতিনিধি বোম্বাই শহরে শেঠ গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত পাঠশালায় সমবেত হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম উপলক্ষে।

কলকাতার এক জন বিশিষ্ট নাগরিক স্যর উমেশ-চন্দ্র বোনার্জী সভাপতি এবং এ.ও. হিউম সম্পাদক মনোনীত হলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনে নয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের নির্বাচিত কিছু সংখ্যক সদস্যকে আইন পরিষদে গ্রহন করতে হবে ...এবং হাউস অব কমন্সে এক স্ট্যান্ডিং কমিটি সৃষ্টি করে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত বিবেচনা করতে হবে।

নেতারা রানীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নরম সুরেই বক্তব্য রাখছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট সংবাদপত্র 'টাইমস' হঠাৎ এক বিশ্রি মন্তব্য করে বসলো।

ভারতকে শক্তি দিয়েই জয় করা হয়েছে এবং শক্তি দিয়েই শাসন করতে হবে ... আমাদের যদি সরেই আসতে হয় তাহলে জ্বালাময়ী ভাষন বা আক্রমানাত্মক লেখার জন্য নয়, অস্ত্র ব্যবহার করে, তবেই ...

The Tim

কংগ্রেসের জন্ম ইংরেজদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো।

কোনও যুদ্ধে ভারতীয়রা আমাদের বিরুদ্ধে যায় নি। লড়াই যদিও রাজা বা নবাবদের সাথে হয়েছে। তবু পরাজয়ের পরও সাধারন মানুষ আমাদের শাসনই সম্মান ভাবে মেনে নিয়েছে!

আমাদের শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব শুরু হতেই আমাদের অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

কংগ্রেসও চাইছে, আমাদের বিরুদ্ধে জনগনের অসন্তোষ আরও বেড়ে উঠুক।

প্রথম কয়েক বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বস্তুত ইংরেজি-শিক্ষিত সম্ভ্রদায়ের এক সংগঠন হয়ে ছিল – যাঁদের ছিল রাজ-শাসনের প্রতি আনুগত্য এবং যাঁরা বিশ্বাস করতেন আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সমস্যার সুরাহা। বাল গঙ্গাধর তিলকই সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রের মানুষকে তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে আহ্বান জানালেন। ১৮৯৬ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে–

এবার ফসল হয় নি। তোমাদের না আছে অর্থ, না আছে খাদ্য। এবার কি মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও হারাবে? তোমাদের বাঁচবার অধিকার আছে। বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

তিলকের নেতৃত্বে চাষীরা খাজনা দিতে অস্বীকার করলো এবং খাদ্য ও কাজের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানালো। মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনা এবং তার ন্যায্য অধিকার অর্জনের সংগ্রামী মানসিকতাকে জাগিয়ে তুলতে তিনি শিবাজী জয়ন্তী ও গনপতি উৎসবের প্রবর্তন করলেন।

শিবাজী মাতৃভূমিকে ভালোবাসতেন। স্বাধীনতাকে মূল্য দিতেন।

কেশরী* পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য তিলককে গ্রেপ্তার করা হলো। আদালতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় কারাবরন শ্রেয় মনে করলেন।

আমার কাজের মাধ্যমেই আমি জনগনের মনে রেখাপাত করতে পারবো। সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা মানে মহারাষ্ট্র পরিত্যাগ করে আন্দামানে বসবাস!

বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এই সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে গেলেন। পাঞ্জাবে লালা লজপত রায় ইংরেজ প্রশাসনের বিদ্রোহ ঘোষনা করলেন। বিশ শতকের প্রারম্ভে সারা দেশ জুড়ে এক নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল।

" আমাদের দৃষ্টি এই সরকার, এই লোকসভা থেকে অন্যত্র প্রসারিত ... আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে ভারতের কুড়ি কোটি দরিদ্র, অন্নপীড়িত, নগ্ন, রুগ্ন, শোষিত সাধারন মানুষের প্রতি ... এদের মধ্যেই আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি ... দেখতে পাচ্ছি কষ্টসহিষ্ণু, দুঃখী, নিঃস্ব, অন্নবস্ত্রহীন ভারতীয় জনগনের মধ্যে আশ্চর্য সম্ভাবনা ... বিদেশী সরকার ও বিদেশী জাতির উপর আস্থা নষ্ট হয়েছে বলেই অতি আপন, অনেক কাছের ভারত-আত্মার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছে।

এই বিশ্বাসই পরবর্তী বছরগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরনা জুগিয়েছে।

* তিলক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র।

Mafd. by ATLAS CONFECTIONERS PVT. LTD. Pune-411 005.

অমর চিত্র কথা পরিবেশন করছে
নবভারতের মহাকাব্য :

স্বাধীনতার পথে

১) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের জন্ম
২) জাতির জাগরণ
৩) বিপ্লবীর বীরগাথা
৪) স্বরাজের আহ্বান
৫) লবণ আন্দোলন
৬) নিয়তির সাথে মিলন

অমর চিত্র কথা

এর সংগে পড়ুন :

১৮৮ বাবাসাহেব আম্বেডকার
১৫৬ বাঘা যতীন
২৯৩ বেনী মাধব
১৪২ চন্দ্রশেখর আজাদ
২৩৪ ভগত সিং
৩৪৪ চিত্তরঞ্জন দাশ
১২০ মহর্ষি দয়ানন্দ
৩২৫ জগদীশচন্দ্র বসু
* জালিয়ানওয়ালা বাগ
২০৬ জয়প্রকাশ নারায়ন
৩০৪ ডঃ কোটনিসের অমর কাহিনী
২২৭ সাধু ভাসওয়ানী
* ক্ষুদিরাম বোস
৩১১ কুনওয়ার সিং
২৭১ লালবাহাদুর শাস্ত্রী
২১৯ লোকমান্য তিলক
৩৩৪ মংগল পাণ্ডে
১৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১৬ রানী অব্বক্কা
২৬০ শ্রী রামকৃষ্ণ
৫১ ঝাঁসীর রানী
২৬২ রাসবিহারী বোস
* ভারতের সমুদ্রপথ
৩০৩ সেনাপতি বাপট
৭৭ সুভাষচন্দ্র বোস
২৭৫ সুব্রহ্মণ্য ভারতী
২৮৬ খানেজার হাসান আসকারী
১৮৭ টিপু সুলতান
৩০৬ বীর সভারকর
১০৮ বিদ্যাসাগর
১৪৬ বিবেকানন্দ
২১৩ বেলু তম্পী

পরিবেশনায় ইণ্ডিয়া বুক হাউস মূল্য : ৫/- টাকা * প্রকাশাধীন !

RNG

Architect 2011 A.D. !

Your child has some inborn talents. But will his genius flower into full bloom as he grows up? Will you be giving him the all-important education, the all-needed start-in-life to help him achieve his cherished goals?

Plan for his future today. By planning your savings with LIC. There are policies suited to specific requirements, be it for your child's higher education, marriage or entry in profession.

Contact your LIC agent right now. He'll be happy to help plan a secure future.

For you and your child.

NPS-LIC-E -2/85

Life Insurance Corporation of India

There is no substitute for Life Insurance.

indraindrajal.blogspot.in